আজকের কাগজ
তারিখ 20 OCT 1991 পৃষ্ঠা 8 কলাম ৩

56

আসুন, উচ্চারণ শিখি

বশীর আলহেলাল

১৬ অক্টোবরের 'আজকের কাগজ'-এ রাজীব হুমায়ুনের উচ্চারণ সংক্রান্ত লেখাটি দেখে এবং বড় হরফে এর সারমর্মটুকু পড়ে বড় আগ্রহ করে একখানা কাগজ কিনেছিলাম। ওইদিনই পড়তে পারিনি। পরে পড়ে তো আমি অবাক। এ কী করেছেন রাজীব হুমায়ুন। তিনি বাংলার অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞানী। তবু তাঁর নিজের বাচনে কম-বেশি ভুল উচ্চারণ থাকতে পারে। সেটাকেও ক্ষমা করা যায়। কারণ, অজ্ঞতা ছাড়াও, ভুল উচ্চারণের পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতগত কারণ থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর মতো ভাষাবিজ্ঞানী'র কৌতূহল এত কম কেমন করে হয় ভাবতে অবাক লাগে। সমস্ত বাংলা শব্দের উচ্চারণ সর্বসম্মতভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে এমন কথা বলব না। কিন্তু বাংলা উচ্চারণের যথেষ্ট ব্যাপক নিয়ম আছে। এই নিয়মে ব্যতিক্রমগুলোকেও নির্দেশ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তি বাংলা উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতাগুলোকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এর নিয়মগুলোকে সূত্রবদ্ধ করেছেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তি এর নিয়মগুলোকে সাজিয়েছেন রাজীব হুমায়ুন কি তা জানেন না? এইসব বিশেষজ্ঞের কোনো মতের সঙ্গে যদি তার অমত থাকত এবং তাই নিয়ে যদি তিনি ভাষাবিজ্ঞানসম্মত বিতর্ক করতেন খুশি হতাম। কিন্তু কোনো বিশেষজ্ঞের কী মত তা পরীক্ষা না করে বা তুলনামূলক আলোচনা না করে তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে যা মনে করেন, তার অভ্যাসগত বদ্ধ কতকগুলো অপরীক্ষিত ধারণা অবলীলায় বলে গেছেন, যার বেশ কয়েকটি ভ্রান্ত। এই লেখায় তিনি সর্বনাশ করে ফেলেছেন। কারণ তিনি বাংলা এবং ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক। এই লেখায় তাঁর কয়েকটি ভুল নির্দেশ থেকে সাধারণ পাঠক ভুল উচ্চারণ শিখবেন। আমাদের বর্তমান উচ্চারণ-পরিস্থিতি যে গোলযোগের কথা তিনি বলেছেন তাঁর লেখাটি তাতে আরো বিভ্রান্তি যোগ করবে। তিনি শেষে যে প্রস্তাবটি করেছেন সেটি ভালো। না হলে এই লেখাটি লেখার তাঁর অধিকার আছে বলেই আমার মনে হলো না। তিনি তাঁর অভ্যস্ত কানের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও তার ব্যক্তিগত কানকে এত বড় অধিকার দেন নি। এই রকম গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে এইরকম অসতর্ক সব কথা তাঁর মতো দায়িত্ববান শিক্ষক কেমন করে বলতে পারেন? উচ্চারণের ক্ষেত্রে তিনি মুহম্মদ আবদুল হাই, নরেন বিশ্বাস, জামিল চৌধুরীর কথা স্মরণ করেছেন। এঁদের অবদান সত্যি খুব বৃহৎ। কিন্তু কই, তাঁর অভ্যস্ত কান যখন মাঝে-মাঝে হোঁচট খেয়েছে, এঁদের অসাধারণ পরিশ্রমের কাজগুলোতো তিনি খুলে দেখেন নি।

রেডিও-টিভির এবং কোনো কোনো আবৃত্তির ভুল উচ্চারণ শুনে আমিও কখনো কখনো কষ্ট পাই। কিন্তু রাজীব হুমায়ুন যে-সব উচ্চারণ শুনে কষ্ট পেয়েছেন তার কয়েকটিই অশুদ্ধ নয়। বন আর মনের উচ্চারণ কেন বোন আর মোন হবে এই নিয়ে তাঁর খুব আপত্তি। বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের রেকর্ড তিনি শুনেছেন, তাঁর উচ্চারণে কখনো 'মোন' পান নি। রবীন্দ্রনাথের 'নিজের উচ্চারণে মনের উচ্চারণ মোন পাওয়া সম্ভব কি না আমার জানা নেই। কিন্তু বন ও উভয় মনের উচ্চারণ যে বোন আর মোন হবে সেটা রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' বইয়ে দেখা যায়। সেই লোকটা, সেই রবীন্দ্রনাথ সেই কোন্ ১২৯২ থেকে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের দিকে নানা উচ্চারণের নিয়ম সূত্রবদ্ধ করার সময় বহু অনুসন্ধান করে নানা উচ্চারণের কারণ বের করেছেন। যেখানে পারেন নি, আসলে সময় হয় নি, গবেষকদের ডাক দিয়েছেন কারণ অনুসন্ধান করার জন্যে। রাজীব হুমায়ুন বলেছেন, মন শব্দের উচ্চারণ কেন 'মোন' হবে তিনি তার ভাষাতাত্ত্বিক কোনো কারণ খুঁজে পাননি। আমার মনে হয় তিনি যদি আর একটু চেষ্টা করেন এর ভাষাতাত্ত্বিক কারণই খুঁজে পাবেন। আশ্চর্য সেরেফ অজ্ঞাতবশত তিনি কোনো কোনো শুদ্ধ উচ্চারণকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা পর্যন্ত করেছেন। তিনি অবশ্য তিনি ঠিকই বলছেন 'বোনায়ন' উচ্চারণ ভুল। 'বনায়ন' কেন ঠিক উচ্চারণ তারো কারণ রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যাবে।

রাজীব হুমায়ুন ঠিকই বলেছেন, শোংশার উচ্চারণ ভুল, হবে শংসার। সঙ্গে, সম্মত, সংবিধান, সংহতি, সঞ্চালন, সম্পত্তি এইরকমের অসংখ্য শব্দ আছে যার প্রথম বর্ণ স-য়ের উচ্চারণ অবিকৃতভাবে অ-ঘটিত হবে, ও-ঘটিত হবে না। আদ্যে সংস্কৃত সং, সঙ, সম্ উপসর্গযুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে এই নিয়ম। এর কিছু ব্যতিক্রমের সুযোগ নেয়া যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে,' সেই ব্যতিক্রমও উচ্চারণের নিয়মের কারণে হবে।

রাজীব হুমায়ুন এবং আরো কেউ কেউ একদম ভুল জানেন, কিন্তু বক্ষ, পক্ষ, দক্ষ, কক্ষ, লক্ষ, অক্ষর এইসব শব্দের আদ্য অ অবশ্যই ও-রূপে উচ্চারিত হবে, অ-রূপে হবে না। ক্ষিয় আগের বর্ণে এই ব্যাপারটা কেন ঘটে তার সূক্ষ্ম কারণ রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে হিন্দির সঙ্গে তুলনা টানাটা তার ঠিক হয় নি। হিন্দির উচ্চারণ বাংলার থেকে অত্যন্ত ভিন্ন, বরং তা সংস্কৃতির অনেক কাছাকাছি। অ-কে নিয়ে (এবং অন্যান্য স্বরবর্ণকে নিয়ে) বাংলার এত যে বৈশিষ্ট্য আর উচ্চারণের দ্বন্দ্ব, কিন্তু হিন্দিতে সংস্কৃতের মতো তার উচ্চারণ নির্ধারিত। হিন্দিতে তার লিখিত রূপের উচ্চারণ বাঁধা, বাংলার মতো তা বিকৃত অবিকৃত হয় না। হিন্দিতে পক্ষ-এর ওঁরা উচ্চারণ করবেন পকষ্, অবশ্য প-য়ের নিহিত অ-কে হ্রস্ব আ-রূপে উচ্চারণ করা হবে।

দেশোবাসী ভাবোমূর্তি, কূটোনৈতিক, ইত্যাদি উচ্চারণ নিয়ে আমাদের রেডিয়ো-টিভি এবং বিবিসি, ভয়েস অব অ্যামেরিকায় যে-সব বিভ্রান্তি চলছে তার প্রকৃতি অন্যরকমের। এ-বিষয়ে পৃথক আলোচনার ইচ্ছা আছে।

অ এবং ও-য়ের মধ্যে একটা ধ্বনি রয়েছে, এই তত্ত্ব রাজীব হুমায়ুনের মতো আরো কাউকে কাউকে পোষণ করতে দেখেছি। একবার এক বিখ্যাত অধ্যাপকের সঙ্গে আমার এই নিয়ে তর্কও বেঁধে গিয়েছিল। রাজীব হুমায়ুন মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মতো ধ্বনিবিজ্ঞানীর দোহাই দিয়েছেন। এ-বিষয়ে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের তুলনায় আমার বিদ্যা অতি নগণ্য। তাই এই নিয়ে আমি তর্ক করব না। তবে বিনীতভাবে আমি বলবঃ বাংলা উচ্চারণে অ-য়ের ধ্বনির বা উচ্চারণের বিকৃত অবিকৃত-ভেদই হচ্ছে সম্ভবত সবচেয়ে বড় সমস্যা। অ এবং ও-য়ের মধ্যবর্তী ওই ধ্বনিটির কল্পনা করে বাংলা উচ্চারণের এই সমস্যাটিকে আরো জটিল করবেন না। তার যদি দরকার থাকত তাহলেও না হয় কথা ছিল। উচ্চারণের ক্ষেত্রে বাংলা অ এবং ও-য়ের মধ্যবর্তী ওই রকমের অবিশ্লেষ্য কোনো ধ্বনি আছে বলে আমি মনে করি না। এ-বিষয়ে অন্যান্য পণ্ডিতদের কী মত আমার জানা নেই। কিন্তু, আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথেই যেন এর সুরাহা পাওয়া যায়। তাঁর প্রাগুক্ত গ্রন্থে 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ঃ 'অ কিংবা অকারান্ত বর্ণ উচ্চারণকালে মাঝে মাঝে ও কিংবা ওকারান্ত হইয়া যায়। যেমনঃ অতি কলু ঘড়ি কল্য মরু দক্ষ ইত্যাদি। এরূপ স্থানে অ যে ও হইয়া যায়, তাহাকে হ্রস্ব-ও বলিলেও হয়।'

কেউ যেন এখানে নেচে উঠে না বলেন, এই তো পাওয়া গেছে, রবীন্দ্রনাথ-কথিত এই হ্রস্ব-ও-ই হচ্ছে অ এবং ও-য়ের মধ্যবর্তী সেই ধ্বনি। ও সংস্কৃতে দীর্ঘস্বর। বাংলা বর্ণমালায় সংস্কৃতের দীর্ঘস্বরগুলো আছে, কিন্তু সেগুলোর আলাদা দীর্ঘ উচ্চারণ নেই। অর্থে বিশেষ জোর আরোপের জন্যে বা অন্য কোনো কারণে দীর্ঘ হ্রস্ব যে-কোনো স্বরকেই দীর্ঘ করা যায়, রবীন্দ্রনাথ-কথিত ওই হ্রস্ব-ও-কেও তা করা যায়। তাহলে তিনি একে হ্রস্ব-ও বললেনই-বা কেন? তার প্রাগুক্ত গ্রন্থের 'স্বরবর্ণ অ' প্রবন্ধের নিম্ন-উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যায়। লিখেছেন ঃ 'দেখা যাইতেছে ও-স্বরবর্ণের প্রতি বাংলা উচ্চারণের কিছু বিশেষ ঝোঁক আছে। প্রথমত, আমরা সংস্কৃত অ-র বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করি নাই। আমাদের অ, সংস্কৃত অ এবং ও-র মধ্যবর্তী। তাহার পরে আবার সামান্য ছুতা পাইলেই আমাদের অ সম্পূর্ণ ও হইয়া দাঁড়ায়'।

প্রথম উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথ যখন অ-য়ের বিকৃত উচ্চারণ ও-কে বলেছেন হ্রস্ব-ও, এই হ্রস্ব-ও-ই তো বাংলার আপন এবং একমাত্র ও। তাহলে এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বাংলা অ এবং ও-য়ের মধ্যবর্তী কোনো ধ্বনিকে বোঝাতে চান নি। বরং দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে তিনি বাংলা অ-কেই বলছেন সংস্কৃত অ এবং সংস্কৃত ও-য়ের মধ্যবর্তী। সংস্কৃত (এবং হিন্দি) উচ্চারণ সম্পর্কে যাঁদের ধারণা আছে তারা জানেন ওই সংস্কৃত অ-য়ের উচ্চারণ আমাদের বাংলা আ-য়ের মতো। (সংস্কৃত আ হচ্ছে সংস্কৃত দীর্ঘ-অ।) তারপরই লক্ষ্য করুন, রবীন্দ্রনাথ বলছেন বাংলা অ-য়ের বিকৃত উচ্চারণের সময় তা সম্পূর্ণ অ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি মাঝামাঝির কথা কিছুই বলছেন না। রাজীব হুমায়ুন সাহেবরা যাই বলুন না কেন, করেছি, বলেছি ইত্যাদির ক, ব আধাআধি নয়, সম্পূর্ণত কো, বো। দীর্ঘতা-হ্রস্বতায় ওকারত্বের হানি হয় না। এমনকি রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন পূর্ববাংলার মানুষ 'লক্ষ টাকা'কে 'লৈক্ষ্য টাকা' উচ্চারণ করেন। এতে যে পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য ঘটে তাতে বাংলা ও-ধ্বনির হানি হয় না, কেবল তার উত্তর ই যোগ হয়।

রাজীব হুমায়ুন বলেছেন 'একক' শব্দের উচ্চারণ হবে 'এ্যাকক'। এ একেবারেই ঠিক নয়। 'এ্যাকক' উচ্চারণ হবে হাস্যকর, যেমন হবে এ্যাকতা, এ্যাবং।

বিদেশী শব্দের উচ্চারণ-প্রমাদ সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা ঠিক। কিন্তু এটা বৃহৎ আলোচনার বিষয়। প্রশ্নটা একেবারে সরলও নয়। বাঙালির সংস্কৃত উচ্চারণকে নিয়েও তিনি মস্করা করেছেন। বাঙালি যে সাধারণভাবে বাংলা উচ্চারণে সংস্কৃত পড়েন তার সহজ কারণটা হচ্ছে, ভাষাতাত্ত্বিক কারণেই সংস্কৃত বাংলা হরফে অনায়াসে লেখা যায়, কিন্তু বাংলা ভাষা তার প্রাকৃত আর অপভ্রংশের ভেতর দিয়ে বিকশিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় উচ্চারণ অনেকখানি পালটে ফেলেছে। সংস্কৃতের সঙ্গে তার যেমন সম্পর্ক, তেমনি অসম্পর্ক। কিন্তু হিন্দির বিকাশ অন্যরকম বলে হিন্দিতে সংস্কৃতের উচ্চারণ বিশুদ্ধ করা হয়। হিন্দি সংস্কৃতের লিপি দেবনাগরীও গ্রহণ করেছে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বাংলায়-সংস্কৃত উচ্চারণের সমস্যা সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ রয়েছে।

রাজীব হুমায়ুন বাংলা উচ্চারণের আদর্শ নির্ণয়ের জন্যে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে কমিটি গঠনের যে প্রস্তাব করেছেন সেটি উত্তম। কিন্তু বাংলাদেশের প্রধান সমস্যাটা কি? রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালে যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন, কলকাতার উচ্চারণই হবে আদর্শ উচ্চারণ। ঢাকা সম্পর্কে কি আমরা এখনো সে-কথা বলতে পারি? আমাদের সমস্যা হচ্ছে পূর্ববাংলার আপন উচ্চারণের সঙ্গে চলছে আদর্শ উচ্চারণের সংঘর্ষ। আদর্শ আছে, সংঘর্ষও চলছে। এ অবস্থায় যে-কথাটা বলতে পারি, আসুন, উচ্চারণ শিখি।

বশীর আলহেলাল ঃ কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক। অন্যতম পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।